

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি

-সেজান মাহমুদ

(অনন্য, মৌলি ও স্মিতা আজাদকে)

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি

চেয়ে দেখো আরন্যক বাঙ্গালার ঘরে
আরুঢ়যৌবন আমার যেন এক লিঙ্গহীন সাপ
ক্রমশ পাকিয়ে আপোসের কুন্ডলী
টুকে যাচ্ছি হাইবারনেশানে;
ঘৃণা এক তীব্র শব্দ তবু তা-ই আজ আমার তিলক।

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি

যুদ্ধের মহান কারণ বিমূর্ত আস্থালন আজ
আদিম উদ্ভাবনীর মোড়কে সাজানো আমার বাবড়ি চুল
ছাগুলো দাড়ি আর তারুণ্য-যৌবন,
ঠিক যেন প্রেমিকার সঙ্গে সপ্রেম সংগম রেখে
সমেহনে নিভানো যৌবনের আঙন।
ঘৃণা এক তীব্র শব্দ তবু তা-ই আজ আমার তিলক।

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি

ক্রীড়নক আমার হাতে আত্মঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র শুধু
দ্রোহের পেশীবলে মানবিক ঠিকানায় রাখি না
রাজনীতিকের জাহাজী কম্পাস
পরিবর্তে নিজমুখে তুলে নিই আপোসের থুতু
পণ্য করেছি বোধ আর বোধি সবমন আত্মীকরণে
ঘৃণা এক তীব্র শব্দ তবু তা-ই আজ আমার তিলক।

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি

আমি পারি না ছুতে মঙ্গলগ্রহের গোলাপি আকাশ
কিন্মা দ্যুতিময় কবিতার পংক্তি, তন্ময়-করা ভৈরবী সুর
ভেজায় না আমার দুচোখ
প্রেমিকার চিবুকে হাত রেখে কম্পমান আমার যৌবন
ডাকে না মহান মৃত্যুর অঙ্গীকারে
আমি পরে থাকি জুবুথুবু, হাটটিমা টিম টিম
ঘৃণা এক ঘৃণ্য শব্দ তবু তা-ই আজ আমার তিলক।

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি

আমার হাতে আজও বর্ষিয়ান পিতার রক্ত
আমার হাতে রক্ত এক নিস্পাপ কিশোরের
আমার হাতে লাঞ্ছিত হন শহীদ জননী
রক্তাক্ত কবি আর কবিতার সৌন্দর্য্য, স্রাণ

ঘৃণা এক ঘৃণ্য শব্দ তবু তা-ই আজ আমার তিলক।

আমাকে যুবক বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি
আমাকে তোমাতে ভাবতে আমি ঘৃণাবোধ করি
অথচ ঘৃণার জঁঠরে আকর্ষণ ডুবে-থাকা আমাকে
হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে যৌবনের তুঙ্গে
তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই!